JAN. 1 3 2002

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ...... কলাম ......

পরিচালনা কমিটির অযোগ্যতা ও দায়িত্বহীনতা

ভালুকায় ভাগড়াপাড়া আশরাফুল উলুম রহমানিয়া কওমী মাদ্রাসাটি ধ্বংসের মুখে

ময়মনসিংহ জেলা সংবাদদাতা ঃ ভালুকা উপজেলা সদরের আশরাফুল উলুম রহমানিয়া কওমী মাদ্রাসাটি অব্যাবস্থাপনার সুযোগে একটি প্রভাবশালী মহলের যোগসাজশে মাদ্রাসার জমি শেফার্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ দখল করে নিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

একটি সূত্রে জানা গেছে ভালুকা পৌরসভাধীন ভাগড়াপাড়া আশরাফুল উলুম রহমানিয়া কওমী মাদ্রাসাটি এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তি মরহুম হাজী আব্দুর রাজ্জাক সরকার ও তার দুই ভাই প্রয়োজনীয় জমি ওয়াকফ হিসাবে লিখিত ভাবে দান করলে প্রায় এক যুগ পূর্বে এ মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর স্থানীয গণ্যমান্য ব্যক্তি এলাকাবাসীর সার্বিক সহায়তায় এবং আর্থিক অনুদানের মাধ্যমে অল্প সময়ে একটি আদর্শবান প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠে, এমনকি মাদ্রাসার দান অনুদান সংগ্রহের লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি ধর্মীয় সভা মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় সাবেক স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ডাঃ এম আমানউল্লা দেশ বরেণ্য আলেম-ওলামাদের মধ্যে কারী মোঃ হাবিবুল্লা বেলালীসহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। এ প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে ঢাকাস্থ যাত্রাবাড়ীতে অবস্থিত একটি সু-প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাহমুদুল হাসান ৪ লক্ষাধিক টাকার নগদ সহ নির্মাণ সামগ্রী অনুদান প্রদান করেছিলেন। স্থানীয় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ২ শতাধিক গরীব এতিম ও মেধাবী ছাত্রদেরকে বিনামূল্যে থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত ছিল। মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠালগ্নে মাদ্রাসার মুতওয়াল্লী ও পরিচালনা কমিটি সাফল্য জনকভাবে মাদ্রাসা পরিচালনা করে এবং মাদ্রাসার সু-নাম বৃদ্ধি পাওয়া মাদ্রাসায় ব্যাপক হারে ছাত্র ভর্তি হয়। পরবর্তীতে মাদ্রাসার পরিচালনা কমিটির অযোগ্যতা, দায়িত্বহীনতা, ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে মাদ্রাসার প্রতি চরম উদাসিনতার জন্য মাদ্রাসার দুর্ভোগ চলছে। বর্তমানে মাদ্রাসার আবাসিক অবস্থা বিপর্যয়ের মুখে। মাত্র ১০/১২ জন ছাত্র রয়েছে। ৮/১০ জন শিক্ষকের মধ্যে তাদের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। মাত্র কয়েকজন ছাত্রকে অন্যের দারস্থ হতে হচ্ছে। বর্তমান পরিচালনা কমিটি আসার পর ২ জন মোহতামীমকে অব্যাহতি দিয়েছে।

বর্তমানে মাদ্রাসাটির তহবিল শূন্যের কোঠায় দাঁড়িয়েছে। মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির অন্যতম সদস্য আলহাজ রুহুল আমিনের দায়িত্বহীনতার জন্য মাদ্রসার ওয়াকফকৃত জমির মধ্যে দিয়ে শেফার্ড ডাইং ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ-এর জন্য একটি রাস্তা কয়েক লাখ টাকার বিনিময়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। উল্লেখিত রাস্তার কারণে মাদ্রাসার নির্মাণাধীন আর সি সি পিলারসহ গ্রেটভীম ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। মাদ্রাসা ভিত্তিপ্রস্তরের পাথরটি সংরক্ষণে রুমটি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। আর্থিকভাবে দরিদ্র মেধাবী ছাত্রগণ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও এক ব্যক্তি আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছে। এতে করে ধর্মীয়ভাবে সাধারণ মানুষ ও মেধাবী ছাত্রগণ আঘাত প্রাপ্ত হচ্ছে। কর্তৃপক্ষকে এলাকাবাসী মাদ্রাসাটিকে ধ্বংসের মুখ থেকে রক্ষা ও জমিদখল বন্ধের ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানালেও নীরব ভূমিকা পালন করায় এলাকাবাসীর মধ্যে চাপাক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে।